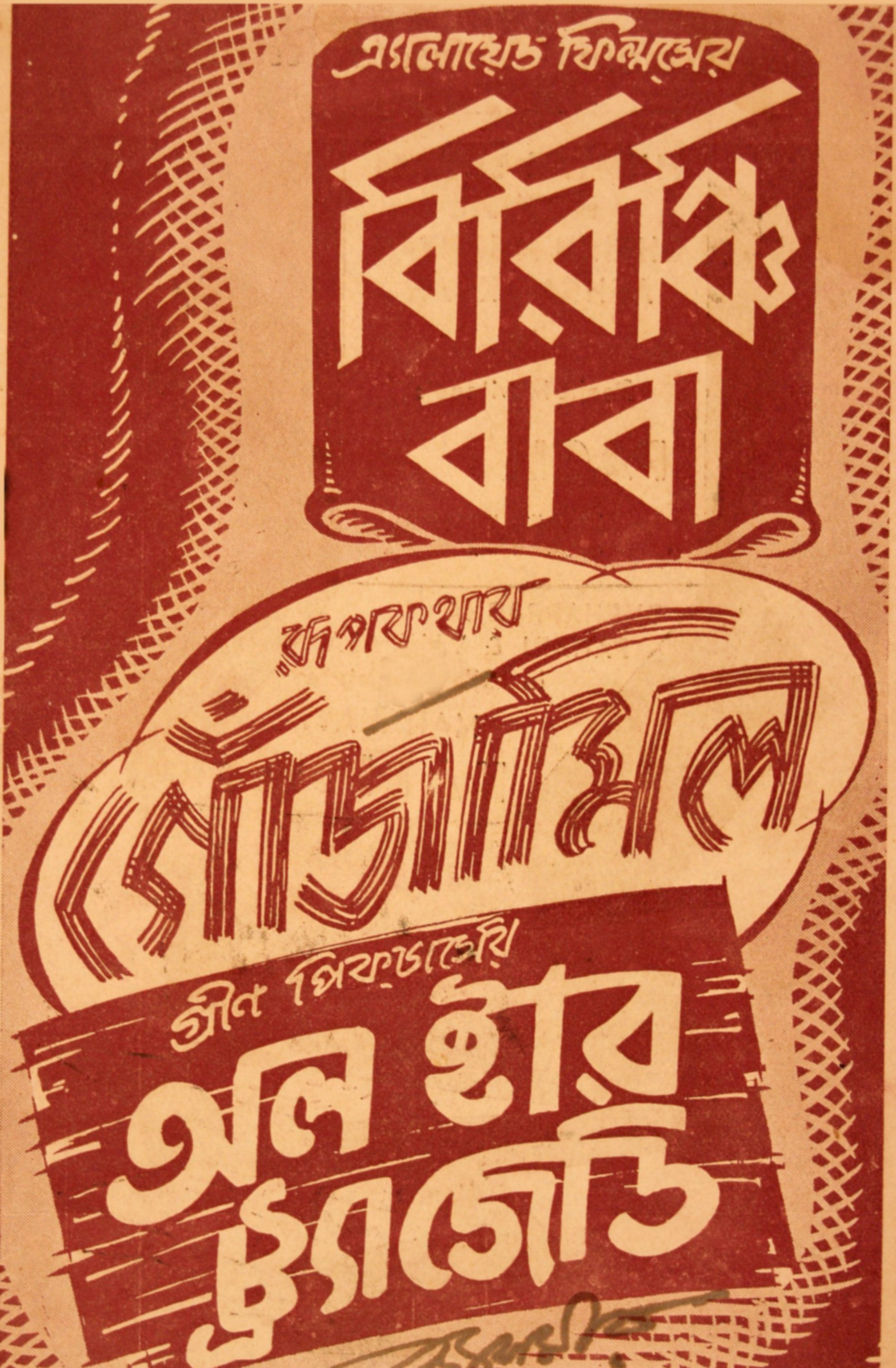

18-2-44

Forthcoming Mansata Releases :

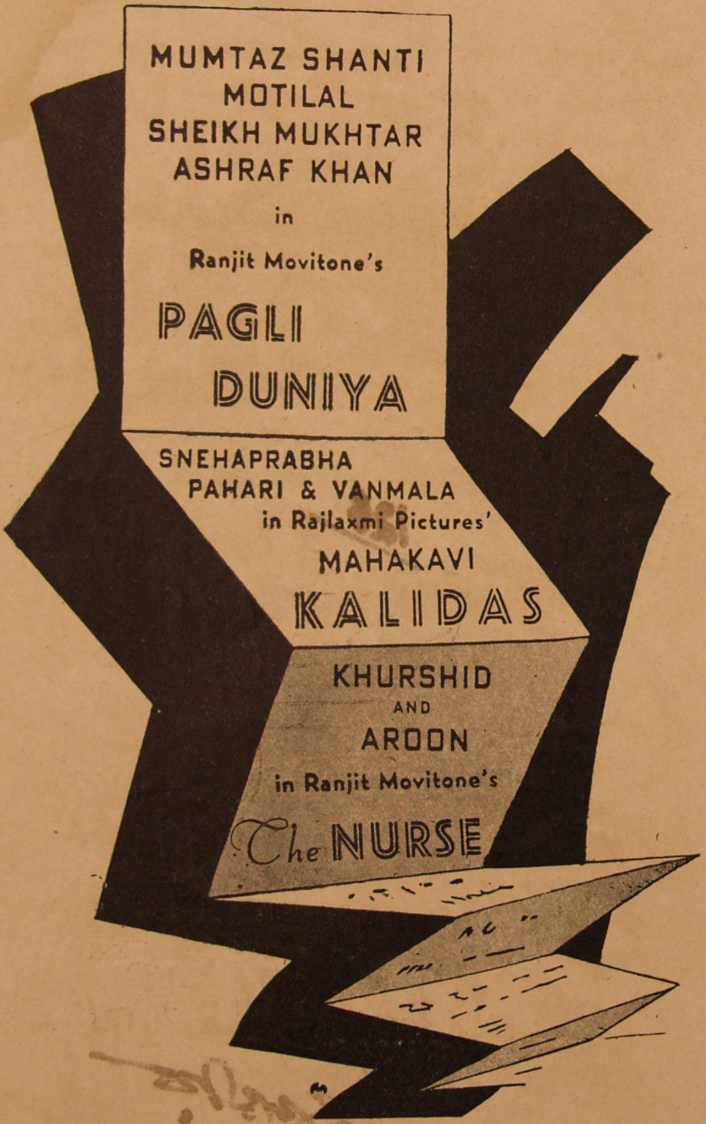

কল্যাণ গুপ্ত নিবেদিত

এ্যালায়েড ফিল্মসের

বিরিঞ্চি বাবা

রচনা : পরশুরাম

পরিচালনা : মানু সেন

সুরশিল্পী : কালী সেন

বিভিন্ন চরিত্রে : মনোরঞ্জন অর্দ্ধেন্দু, জীবেন, কানু বন্দ্যো, শ্যাম লাহা, নৃপতি, তুলসী, কুমার মিত্র, বেচু বোকেন, জীতেন গাঙ্গুলী, পূর্ণিমা ও রেবা

বিরিঞ্চিবাবা

কাহিনী

সূর্য্য চন্দ্রকে চালায় কে ?

প্রকৃতি। ভগবান্।

ছিঃ ছিঃ। বিংশ শতাব্দীর জীব হ'য়ে এমন ভুলটা করলেন। আজকের দিনে কে না জানে যে চন্দ্র সূর্য্য, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টি স্থিতি, আদি অন্ত, সমস্তই শ্রীবিরিঞ্চি বাবার সম্পত্তি, তাঁরই আজ্ঞাবহ দাস!

তিনি কে ?

তা'কি কেউ জানে, আর তা' জানলেই ত' সব কিছু জানা হ'য়ে গেল।

তিনি কোথায় ?

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনুপরমাণু জড়িয়ে নিশ্চয়ই! তবে এই মুহূর্ত্তে শ্রীবাবা বাসা নিয়েছেন দম্‌দমায় গুরুপ্রসাদবাবুর বাগান বাড়ীতে। খ্যাতি তাঁর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে না পড়াই আশ্চর্য্য! নানা জতির ও নানা বয়সের অগুণতি ভক্তেরা তাঁর মুখে শোনে রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত।— সৃষ্টির আদিতে তিনি কি করেছিলেন, নেবুকাড্‌নেজারের সময় কি হ'য়েছিল, বেচারী বুদ্ধকে তিনি কেমন দাব্‌ড়ানি দিয়েছিলেন, যীশু কী ভাবে তাঁর খোসামোদ ক'রেছিল এই সব! তিনি ডাকলে দেবতাদের আর স্বর্গে ব'সে থাকবার উপায় নেই। নেমে আসতেই হ'বে। ভক্তদের তিনি মাঝে মাঝে দেবতা দেখান, অনায়াসে। যাদুকরেরা যেমন ম্যাজিক্ দেখায়, তেম্‌নি সহজে অবলীলাক্রমে। এত গুণ যাঁর তার সম্পর্কে অদ্ভুত কথা রটবে আশ্চর্য্য কি?

রটে গেল বিরিঞ্চি বাবা যাকে হ'চ্ছে তাকে বড় লোক ক'রে দিতে পারেন। কথাটা নিতাইদার কানে পৌঁছোল এবং সঙ্গে সঙ্গে মরমে গিয়ে খোঁচা দিল। ছাঁপোষা মানুষ, মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী, হঠাৎ বড়লোক হ'বার বাসনা প্রবল, সন্ন্যাসী ফকিরে বিশ্বাস প্রচুর। ছোঁড়ার দলকে ধ'রে পড়লেন। সত্য, নিবারণ, পরমার্থ, নিতাইদার অনুরোধ আর এড়াতে পারল না। তাঁকে নিয়ে গেল গুরুপ্রসাদবাবুর বাগানে।

নিতাইদা বিরিঞ্চিবাবার কাছে চাইলেন অর্থ, নিবারণ, পরমার্থ; কিন্তু সত্য একটু ঝামেলায় পড়েছে। ব্যাপারটা, মানে, কিছু নয় ব্যাপারটা বুঁচুকি! সত্য চায়—চপলাকে নয়, বুঁচকিকে। বুঁচকি, মানে, গুরুপ্রসাদবাবুর ছোট মেয়ে। বাবা তাঁর বাবাকে নিয়ে অর্থাৎ বিরিঞ্চিবাবাকে নিয়ে ব্যস্ত কাজেই সত্য'র মত সৎপাত্র সাম্‌নে থাকা সত্বেও মেয়ের বিয়ে দেবার চাড় নেই। তাই সত্য বিরিঞ্চিবাবার ওপর বিরক্ত হ'য়ে উঠল। আর তা'র পর বিংশ শতাব্দীর এই কালাপাহাড় যে কীর্ত্তিটা কোরল তা' একটা কেলেঙ্কারি। চন্দ্র সূর্য্য যে আজও চলছে ত'ার করণ বিরিঞ্চিবাবার জীবে অসীম দয়া—দম দিতে ভোলেন্ নি। বুঝতে পারছেন না কথাগুলো? শীগ্‌গিরই বুঝবেন। গুরুপ্রসাদবাবু যখন বুঝতে পেরেছিলেন তখন—আপনারা অবশ্যই বুঝবেন।

গোঁজামিল

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুধীরবন্ধু

সুরশিল্পী : খগেন দাসগুপ্ত

বিভিন্ন চরিত্রে : নবদ্বীপ হালদার, মনোরমা, অরুণা ঘোষ, রমা ব্যানার্জ্জি, দীপ্তেন্দ্রকুমার, পশুপতি কুণ্ডু, জীবন মুখো ও মাষ্টার রবীন ব্যানার্জ্জি

গোঁজামিল

(কাহিনী)

পৃথিবী ছেয়ে গেছে নরঘাতন্ নিষ্ঠুরতায়! বিধাতার উর্দ্ধলোক ছেয়ে গেছে অসহায় মানবের আর্ত্তকণ্ঠে! নীরন্ধ্র অন্ধকারে মানুষ তার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে—বেঁচে থাকবার পথ! কিন্তু পথ কোথায়? ধরিত্রীর নিজেরই যেন নাভিশ্বাস উঠেছে; তবু মানুষ বলে,—বাঁচবো, পথ খুঁজে বের করবো! নগরের উপর যন্ত্রদানবের মহাতাণ্ডব! চলে যাবো গ্রামে। গ্রামে নেই অন্ন। মহামারীর ক্রুদ্ধ শাসন! চলে যাবো বনে। তবু বাঁচতে হবে।

তবু বাঁচতে হবে বলেই সস্ত্রীক মাণিকলাল ভবিষৎ বংশধর প্যানিক ও নফর ভম্বলদাসকে সঙ্গে নিয়ে বনেই চললো। মাণিকলালকে চেনেন না? হাতীবাগানের পাশেই বোধকরি তার বাড়ী ছিল। সেবার ধ্বংশের দেবতা দয়া ক'রে যেটুকু করুণা বিতরণ ক'রে গেলেন—তারই ধাক্কা গিয়ে বুঝি লাগলো বেচারী মাণিকের দুর্ব্বল মস্তিষ্কে! সে আলোড়ন বেচারী আর সইতে পারলে না। মহানগর ত্যাগ ক'রে চলে যাবে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে! স্ত্রীকে বললে, সন্ধ্যা সাতটার গাড়ীতে সে যাবে। জেগে থাক্‌লে উড়ন্ত চিল দেখলেই তার ভয় হয়—এই বুঝি বোমারু-জাহাজ! ছোট ছেলের বাঁশীর শব্দ শুনলেই মনে হয়—এই বুঝি 'সাইরেন'! আবার ঘুমিয়ে থাকলেও নিস্তার নেই। নিশির ডাকে প্রলয়ের বাদ্য বেজে ওঠে।

তবু ত' ঘুম; জেগে থাকবার চেয়ে ভাল। তাই সে ঘুমুলো। বড় মজার ঘুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে। দেখছে—সে স্বর্গে চলেছে। স্বর্গে গিয়ে ঘুম ভাঙলো তার সুরেন্দ্রবন্দিতা জনমনলোভা উর্ব্বশীর নূপুরের ধ্বনিতে। নন্দনকাননে হলো সুন্দরী উর্ব্বশীর সঙ্গে তার মিতালী। ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশী তাকে নিয়ে চললো। স্বর্গের দেবতা ১৯১৪ শালের যুদ্ধে মাণিকলালের বীরত্বের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে সেনাপতির পদে বরণ করলে। মাণিকলাল হ'লো স্বর্গের সেনাপতি। নাম হ'লো তার সেনাপতি ধুরন্ধর। তার পর কী হ'লো... সে সব কথা আর খুলে নাই বা বললাম। যা হলো তা বরং ওই ছোট্ট হাসির ছবিখানিতে দেখুন। হাসিই তো বিপদের দিনে আমাদের বেঁচে থাকবার একমাত্র সম্পদ। আর এই হাসির অন্তরালে অপরিহার্য্য যে রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে সুস্পষ্ট হয়ে, চক্ষুষ্মান্ দর্শকের চিত্তকে তার সন্ধান কি দেবে না?......

গান

(১)

তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠ্‌ল ভেরী,
কে ফুকারে—"জাগো সবাই,
আর কোরো না দেরী।"
বক্ষ-পরে দু'হাত চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে—
"রাজার ধবজা হেরি।"
আমরা জেগে উঠে বলি
"আর তবে নয় দেরী॥"

(রবীন্দ্রনাথ)

(২)

মন চায় বাহুডোরে বাঁধিতে
যৌবন গানে গানে সাধিতে
প্রিয়তম এসো গো।
মোরে ভালবেসো গো
না হলে জীবন যাবে কাঁদিতে॥
যৌবনে পাখী গায় কলগান
মন বনে তারি ঢেউ অফুরাণ
তব প্রেম লাগিয়া
রহি রাতি জাগিয়া
চাঁদ হয়ে এসো আলো দানিতে॥

(রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী)

গ্রাণ পিক্‌চার্সের

অল ষ্টার ট্র্যাজেডি

রচনা: ৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পরিচালনা: আশু ব্যানার্জ্জি

সুরশিল্পী: শৈলেন ব্যানার্জ্জি

বিভিন্ন চরিত্রে: সাবিত্রী, রেবা, জীবেন, তুলসী, বোকেন ও শ্যামসুন্দর

অল ষ্টার ট্র্যাজেডি

(কাহিনী)

ছবি আপনারা অবশ্য অনেকেই দেখেন—একবার, দু'বার বহুবার। কিন্তু চটক চাকীর মত দেখেন কি? আর ছবি দেখবার পর সাগরপারের মধুহৃদয়াদের প্রতি কি আপনাদের হৃদয় রসে ভরপুর হ'য়ে ওঠে—মানে চটক চাকীর যতখানি হয়? আচ্ছা মিলিয়ে দেখুন ত'! চটক চাকীর মোট বাড়ীটাই বিদেশের ছায়া চিত্র অভিনেত্রীদের ছবিতে ভর্ত্তি। আপানারা নিশ্চয়ই অতখানি ক'রে উঠতে পারেন্ নি। আপনাদের পিতৃদেবরা কি মৃত্যুর পূর্ব্বে ভয় পেয়ে এমন উইল ক'রে গেছেন যে স্বজাতীয় মেয়ে বিয়ে না করলে আপনারা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'বেন? করেন নি ত'। তাহলেই দেখুন চটক চাকী সাধারণ নন্। তিনি একজন অসাধারণ সিনেমা প্রেমিক।

সেই চটক চাকী একদিন সিনেমা অভিনেত্রীদের সম্পর্কে তর্কযুদ্ধ করতে করতে একটি নেহাৎ-ই স্বদেশিনী ও স্বজাতীয়া কুমারীর সামনা সাম্‌নি এসে পড়লেন, এবং স্তম্ভিত হ'লেন। আপনারা বুঝি অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিচ্ছেন যে চটক চাকী প্রেমে পড়লেন। অন্য কেউ হ'লে তখনই প্রেমে পড়তো, হাবুডুবু খেত হয়ত, কিন্তু চটক চাকী! আপনারা ত' জানেন এত সহজে প্রেমে পড়বার পাত্র চটক চাকী নন্। তবে কি এ সাক্ষাতের পর চটক চাকী কিছুই করলেন না? একটু নাক কুঁচকে চলে গেলেন? মেয়েটি অন্য কেউ হ'লে হয়ত তা' করা যেত হয়ত কেন, নিশ্চয়ই করা যেত—কিন্তু এ ক্ষেত্রে? আর চটক চাকীর মত……। অপনারা ত' জানেন, চটক চাকী সাধারণ ন'ন্। তাহলে চটক চাকী কি করলেন?……

গান

(১)

রেডিও

যে তোরে হাতছানি দেয় ডাকে দূরে
সে যে তোর কাছেই আছে চিন্‌লি কিরে?
সাত সাগরের ওপার থেকে যে কথা কয়
সাতটি রাজার মাথার মাণিক যে গেঁথে দেয়
একটি গানে, একটি সুরে—সেই মেয়েটি
কাছেই আছে, মিছেই তাঁরে খুঁজিস্ দূরে।

(আশু ব্যানার্জ্জী)

(২)

ব্যোমকেশ

বাগিচার নাচ দুয়ারে আয় নেচেরে বুল্‌বুলিয়া;
তপনের চুম্ লেগেছে ঘুম ভেঙ্গেছে ফুল গুলিয়া।
আঙ্গিনার কলতলাতে কমল হাতে মাজছে হাঁড়ি
হারেহা রূপগরবী কোন রূপসী চুল খুলিয়া।
বাহিরে সজনে শাখে ডাকছে কাকে কাক বধূটি
হাঁসের ডিম বাচ্ছে হেঁকে পথের বাঁকে মংলু ভায়া॥

(৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্র)

অভিনব প্রণয়যুদ্ধের
গীতিবহুল হাস্যচিত্র
স্নেহপ্রভা
ও
সাহুমোদক
অভিনীত
নবযুগ চিত্রপটের
লড়াই
কে
বাদ
নিউ সিনেমায়
প্রদর্শিত হইতেছে

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবীনের জাগরণের
সাড়া এনে দিয়েছে

দেবিকারাণী
জয়রাজ
অভিনীত বম্বে টকীজের

হামারী বাত

পরিবেশক: 'মানসাটা'

ভূমিকায়:
শাহনওয়াজ, ডভিড, প্রভা, মমতাজ আলি ও সুরাইয়া

জ্যোতি ও চিত্রায় চলিতেছে